সংবাদ

তারিখ 01 JUL 2007
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৭

প্রকল্পের মেয়াদ শেষ—

# চাকরি হারাচ্ছেন প্রায় দু'হাজার ভোকেশনাল শিক্ষক-কর্মচারী

স্টাফ রিপোর্টার

দেশের ৬৪টি জেলার টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজের দুটি প্রকল্পের এক হাজার ৮৯৯টি পদের শিক্ষক-কর্মচারীর চাকরিচ্যুতির সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। এর ফলে তাদের কর্মজীবন এবং প্রায় ৪০ হাজার ছাত্রছাত্রীর শিক্ষা জীবন অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, কারিগরি শিক্ষা প্রচলনের উদ্দেশ্যে দু'দফায় ৬৪টি জেলায় ভোকেশনাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (বর্তমানে টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ) প্রতিষ্ঠা করা হয়। এসব প্রতিষ্ঠান চালুর উদ্দেশে ১৯৯১ সালে প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সার্ভে করা হয়। পরে এখানে ১৯৯৫ সালে এসএসসি (ভোক) এবং ১৯৯৭ সালে এইচএসসি (ভোক) চালু করা হয়। ২০০৪ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত প্রকল্পটি একনেক অনুমোদন করে। প্রকল্পের শুরুতে এর শিক্ষার্থীর আসন সংখ্যা ছিল পাঁচ হাজার ১৬০। প্রকল্পের শেষ নাগাদ এ সংখ্যা প্রায় ৪০ হাজারে উন্নীত হয়। নির্ধারিত মেয়াদকালে প্রকল্প বাস্তবায়নে জনবলের বেতন-ভাতা ও প্রশিক্ষণ বাবদ সরকারের রাজস্ব খাতের ১০০ কোটি টাকা ব্যয় হয়।

সূত্র জানায়, প্রকল্পের মেয়াদ শেষের ৬ মাস আগে পদগুলো রাজস্ব খাতে স্থানান্তরের বিষয়ে কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ২০০৪ সালের ৭ জানুয়ারি অর্থ ও সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব পাঠায়। এ প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে ২০০৪ সালের ১৩ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত

চাকরি : পৃঃ ১১ কঃ ১

## চাকরি : হারাচ্ছে

(১২ পৃষ্ঠার পর)

সংস্থাপন ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি সমন্বয়ে গঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় প্রকল্পে এক হাজার ৮৯৯টি পদ রাজস্ব খাতে স্থানান্তরের সম্মতি দেয়া হয়।

এ প্রস্তাবটি পরে অর্থ মন্ত্রণালয়ের বাজেট শাখায় ১০ মাস ধরে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলে এবং ২০০৬ সালের ২০ জুলাই অর্থ মন্ত্রণালয় বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভায় উপস্থাপন করা হয়। ওই সভায় এক হাজার ৮৯৯ পদের জনবলের চাকরিচ্যুতির সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

এ বিষয়ে কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের একটি সূত্রে জানা গেছে, চাকরিচ্যুতির বিষয়টি পুনর্বিবেচনার সুপারিশ করে এই অধিদপ্তরের মহাপরিচালক শিক্ষা সচিবের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি উল্লেখ করেন একনেক অনুমোদিত প্রজেক্ট প্রফরমায় প্রকল্প শেষে জনবল রাজস্ব খাতে স্থানান্তরের বিষয়টি উল্লেখ আছে। এ ক্ষেত্রে রাজস্ব খাতে স্থানান্তরিত পদের জনবল নিয়মিত করার বিষয়ে ২০০৫ সালের ২০ জুন রাষ্ট্রপতি কর্তৃক জারি করা প্রজ্ঞাপনটি যথাযথ ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। বিষয়টি গত ১৫ এপ্রিল শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে অর্থ মন্ত্রণালয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।